স্বাধীনতা লাভের ৫১ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং অর্জন অনেক। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সরকারের ঈর্ষণীয় সাফল্য আন্তর্জাতিক মহলেও সুনাম কুড়াচ্ছে। এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) প্রায় ১১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে বিশ^বিদ্যালয় পর্যায়ের প্রথম আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর, যা মূলত একটি ইন্টিগ্রেটেড প্রতিষ্ঠান। যেখানে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের সেবা ও সহযোগিতা করা হবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দক্ষ স্নাতক (গ্রাজুয়েট) তৈরির মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রস্তুত এই ইনকিউবেটর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ বুধবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ ইনকিউবেটর উদ্বোধন করবেন।

Advertisement(728X90)

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নতুন ইনোভেশন ইকোসিস্টেমের যাত্রা শুরু হচ্ছে। স্কুল পর্যায় থেকে সরকার উৎসাহ দিচ্ছে। বাংলাদেশের ভবিষ্যত উদ্যোক্তা ও বড় প্রযুক্তি এসব উদ্যোগের মধ্য দিয়ে আসবে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে অবস্থান করেও ইনোভেটিভ আইডিয়া/স্টার্টআপের মাধ্যমে বিশে^ নিজের প্রতিভা জানান দেয়া যায়। বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপনের মাধ্যমে ভারত, চীন, মিয়ানমার তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে যে সফলতা দেখিয়েছে, সে পথেই হাঁটছে বাংলাদেশ।

দেশে বিশ্ববিদ্যালয়? পর্যায়ে সর্বপ্রথম স্থাপিত ‘চুয়েট? শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর’ উদ্বোধনের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হচ্ছে বুধবার। দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সফল উদ্যোক্তা তৈরি, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা এবং ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া কোলাবোরেশনকে আরও সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের সুযোগ আরও বাড়বে বলছেন আইটি বিশেষজ্ঞরা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে প্রায় ১১৭ দশমিক ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়।প্রধানমন্ত্রী অনলাইনে যুক্ত হয়ে শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর, শেখ জামাল ডরমিটরি ও রোজী জামাল ডরমিটরির শুভ উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে আরও সংযুক্ত? থাকবেন? প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।?

যা আছে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটরে ॥ উন্নত দেশের আইটি পার্কের মতো বিশাল আকৃতির একটি ভবন দাঁড়িয়ে আছে চুয়েট ক্যাম্পাসে। ৪ দশমিক ৭ একর জমির ওপর ৫০ হাজার বর্গফুট আয়তনের ১০ তলা ইনকিউবেশন ভবনটি বেশ মাথা উঁচু করেই দেখতে হবে। পাশে ৩৬ হাজার বর্গফুটের ৬তলা একটি মাল্টিপারপাস প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে ইনকিউবেশন ভবনে রয়েছে, স্টার্টআপ জোন, আইডিয়া বা ইনোভেশন জোন, ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিক জোন, ব্রেনস্ট্রর্মিং জোন, ই-লাইব্রেরি, ডাটা সেন্টার, রিসার্চ ল্যাব, বঙ্গবন্ধু কর্নার, প্রদর্শনী সেন্টার, ভিডিও কনফারেন্সিং কক্ষ, সভাকক্ষসহ আরও নানা ধরনের ডকুমেন্টেশন কক্ষ। রয়েছে উদ্যোক্তা ও গবেষকদের কাজের সুবিধার্থে একটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ল্যাব,একটি মেশিন লার্নিং ল্যাব, একটি বিগ ডাটা ল্যাব, অপটিক্যাল ফাইবার ব্যাকবোন,একটি সাব-স্টেশন ও সোলার প্যানেল রয়েছে।

এ ছাড়া ব্যাংক ও আইটি ফার্মের জন্য পৃথক কর্নার, অত্যাধুনিক সাইবার ক্যাফে, ফুড কোর্ট, ক্যাফেটারিয়া, রিক্রিয়েশন জোন, মেকার স্পেস, ডিসপ্লে জোন, মিডিয়া কাভারেজ জোন এবং নিজস্ব পার্কিং জোন। এ ছাড়া ইনকিউবেশন ভবনের পাশের ভবনে রয়েছে মাল্টিপারপাস প্রশিক্ষণ ভবন। সেখানে রয়েছে ২৫০ জনের ধারণক্ষমতার অডিটরিয়াম এবং ৩০ জনের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন পৃথক ৮টি কম্পিউটার ল্যাব কাম সেমিনার কক্ষ রয়েছে। পাশাপাশি প্রতিটি ২০ হাজার বর্গফুট আয়তনের ৪ তলা ভবনের নারী ও পুরুষের পৃথক দুটি আবাসিক ডরমিটরি ভবন নির্মিত হয়েছে। এ ছাড়া দুটি মিনি সুপার কম্পিউটার সংবলিত অত্যাধুনিক গবেষণা ল্যাব শীঘ্রই স্থাপিত হতে যাচ্ছে।

ইনকিউবেশন সেন্টারের পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ মশিউল হক জানান, নতুন প্রযুক্তি না জানলে, শিখতে না পারলে ফল পাওয়া যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে ধারণা দেয়ার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য এই উদ্যোগ।কারিকুলাম ও বাস্তব অভিজ্ঞতার পার্থক্য রয়েছে। এটি সমাধানে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করবে। টেকনলোজির দ্রুত পরিবর্তনশীল কিন্তু কারিকুলাম এত দ্রুত

বদলানো যায় না। একটা স্টার্টআপকে কিভাবে এন্টারপ্রেনারশিপে রূপান্তর করা যায় তা করতে এ প্রতিষ্ঠান হাব হিসেবে কাজ করবে।